ষষ্ঠ অধ্যায়

শাস্ত্রের স্বচ্ছতা

(The Clarity of Scripture)

বাইবেল বিশারদরাই কি কেবল বাইবেল উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারেন?

— ব্যখ্যা ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি —

আমরা যদি গুরুত্বের সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করি, তাহলে, আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, বাইবেলের কিছু অংশ সহজ বোধগম্য হলেও কিছু কিছু অংশ খুবই জটিল। প্রকৃতপক্ষে, মণ্ডলীর ইতিহাসের শুরুতেই পিতর তার পাঠকদেরকে পৌলের লেখা চিঠি উপলব্ধিতে জটিলতার কথা উল্লেখ করেছিল (২ পিতর ৩:১৫-১৬)। অতএব, আমরা বলতে পারি যে, বাইবেলের সমস্ত অংশই সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বাইবেলের বেশীর ভাগ অংশ বা সাধারণভাবে বাইবেল উপলব্ধি খুব কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে আমরা এমন উল্লেখ পাই যে, বাইবেল এমনভাবে লেখা হয়েছে, যেন এর শিক্ষাগুলি সাধারণ বিশ্বাসীরা বুঝতে পারে। একটু আগে পিতরের লেখা চিঠির যে অংশের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে, পিতরের পাঠকেরা পৌলের লেখা ঐ চিঠি পাঠ করেছে ও বুঝতেও পেরেছে (২ পিতর ৩:১৫)। প্রকৃতপক্ষে, পিতর এখানে এই কথার দ্বারা শাস্ত্রের জটিলতাকে নয়, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যের বিকৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। পিতরের এই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা শাস্ত্রাংশের বিকৃতির দ্বারা ***"নিজেদের ধ্বংস"*** নিয়ে আসে। তাই, পিতর সেই শাস্ত্রাংশকে বিশ্বাসীদের উপলব্ধিতে অসম্ভব বিষয় নয়, কিন্তু কঠিন বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেছে।

— বাইবেল নিজে এর স্বচ্ছতাকে সমর্থন করে —

বাইবেলের স্বচ্ছতা এবং বাইবেল পাঠ ও উপলব্ধির বিষয় বিশ্বাসীদের দায়িত্বকে বাইবেলে একযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে, আমরা ইস্রায়েলের প্রজাদের প্রতি মোশীর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, ***"এই যে সকল কথা আজ আমি তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দেবে, এবং গৃহে বসবার কিম্বা পথে চলবার সময়, এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন করিবে"*** (২য় বিবরণ ৬ ৬-৭)। প্রত্যেক ইস্রায়েলীয়র কাছ থেকে আশা করা হয়েছে যে, তারা যেন শাস্ত্রের বাক্য সকল উপলব্ধি করে। যার দ্বারা তারা তাদের সন্তানদেরও শিক্ষা দিতে পারে। এই শিক্ষা, কেবল মুখস্তকরণ নয়, কিন্তু উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে। যেহেতু, ঘরে বসার সময়, বাইরে পথ চলার সময়, শুতে যাবার সময় বা সকালে ঘুম ভাঙ্গার সময় তাদের শাস্ত্রের বাক্য সকল আলোচনা করতে বলা হয়েছে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তাঁর সমস্ত প্রজা তাঁর বাক্য জানে ও তাঁর বাক্য সম্বন্ধে কথা বলতে পারে। যার দ্বারা জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাক্যের প্রয়োগ তারা করতে পারে। তাই গীতসংহিতা ১ অধ্যায়ে তাঁকে ***'ধন্য'*** বলা হয়েছে, যে ***'ঈশ্বরের ব্যবস্থা দিন রাত ধ্যান করে'*** (গীত ১:২)। এখন দিন রাত ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে হলে সেই বাক্যের উপলব্ধি অবশ্য কাম্য।

শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য এমন যে ***'অল্পবুদ্ধির'*** অধিকারীও এর সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং এর দ্বারা সেও জ্ঞানবান হয়— ***"সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক"*** (গীত ১৯:৭)। গীতরচক আরও বলেছে, ***"তোমার বাক্যসমূহের বিকাশ আলোক প্রদান করে, তাহা অমায়িকদিগকে বুদ্ধিমান করে"*** (গীত ১১৯:১৩০)। এখানে, ***অমায়িকের*** জন্য হিব্রু বাইবেলে যে শব্দ *(peti)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, *কেবল জ্ঞান-বুদ্ধির অভাব নয়, কিন্তু যে সুবিচার লাভে ব্যর্থ, যে সর্বদা ভুল করে, এবং যে সহজেই পতিত হয়*। ঈশ্বরের বাক্য এতখানি সহজে উপলব্ধ, এতখানি স্বচ্ছ যে, এমন লোক পর্যন্ত

ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা জ্ঞানবান হয়। একথা প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে মহা উৎসাহের বিষয়। আমরা কেউই নিজেদেরকে বাইবেলের বাক্য উপলব্ধির পক্ষে অক্ষম হিসাবে চিন্তা করতে পারি না।

নতুন নিয়মেও একই ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যীশু তাঁর শিক্ষায়, তাঁর আলোচনায় বা শত্রুদের সঙ্গে বিরোধের সময় কখনও অস্পষ্টতার দায়ে পুরাতন নিয়মকে দোষী করেননি। প্রথম শতাব্দীর লোকেরা যদিও দায়ূদের থেকে ১,০০০ বৎসর, মোশী থেকে ১,৫০০ বৎসর বা অব্রাহাম থেকে ২,০০০ বৎসর দূরবর্তী ছিল, তথাপি যীশু তাঁর সময়ের শ্রোতাদেরকে এমন মানুষ হিসাবে চিন্তা করেছেন, যারা পুরাতন নিয়ম পাঠ করে ও বুঝতে পারে।

আমাদের সময়, শাস্ত্রের উপযুক্ত ব্যাখ্যাকে বেশীর ভাগ লোক যখন কঠিন বিষয় হিসাবে নির্দেশ করে, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুসমাচারের কোনও স্থানেই যীশু আমাদের এমন কথা বলেননি—*"আমি দেখছি কোথায় তোমাদের সমস্যার শুরু, এ বিষয়ে শাস্ত্র পরিষ্কার নয়।"* এর ঠিক বিপরীতে, যখন তিনি কোনও শিক্ষাবিদ্ কিংবা অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের প্রতি কথা বলেছেন, তখন শাস্ত্রের কোনও শিক্ষার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য, যীশু কখনও শাস্ত্রকে দায়ী করেননি। কিন্তু মানুষদের দোষী করেছেন, যারা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বারবার তিনি উত্তর দিতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন, ***"তোমরা কি তাহা পাঠ কর নাই"*** (মথি ১২:৩, ৫; ১৯:১৪; ২২:৩১) অথবা ***"তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম"*** (মথি ২২:২৯; ৯:১৩; ১২:৭; ২১:১৩; যোহন ৩:১০)।

একইভাবে, নতুন নিয়মের বেশিরভাগ পত্র মণ্ডলীর নেতাদের প্রতি নয়, কিন্তু মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীদের প্রতি লেখা হয়েছে। পৌল তাই পত্রের শুরুতে লিখেছে, ***"করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে"*** (১ করিন্থিয় ১:১), ***"খ্রীস্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাহাদের এবং অধ্যক্ষগণ ও পরিচালকগণ সমীপে"*** (ফিলিপীয় ১:১), ইত্যাদি। পৌল ধরে নিয়েছিল যে, তার পাঠকরা তার লেখা চিঠি বুঝতে পারবে, তাই সে তার চিঠি অন্যদের সঙ্গে ভাগ *(share)* করতেও তাদের উৎসাহিত করেছিল, ***"আর তোমাদের মধ্যে এই পত্র পাঠ হইলে পর দেখিও, যেন লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীতেও ইহা পাঠ করা হয়; এবং লায়দিকেয়া হইতে যে পত্র পাইবে, তাহা যেন তোমরাও পাঠ কর"*** (কলসীয় ১৪:১৬; আরও যোহন ২০:৩০-৩১; ২করি ১:১৩; ইফিষীয় ৩:৪; ১তীম৪:১৩; যাকোব ১:১, ২২-২৫; ১পিতর ১:১; ২:২; ২পিতর ১:১৯; ১যোহন ৫:১৩)।

২পিতর ১:২০ পদ হয়ত এই অধ্যায়ে আলোচিত শাস্ত্রের স্বচ্ছতার বিরুদ্ধে বলছে বলে মনে হতে পারে; যেখানে বলা হয়েছে, ***"শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়।"*** এই কথা থেকে কেউ কেউ হয়ত এমন কথা বলতে পারেন যে, সাধারণ বিশ্বাসীদের পক্ষে শাস্ত্রের উপযুক্ত ব্যাখ্যা অসম্ভব। কিন্তু এই যুক্তি মেনে নেওয়া অসম্ভব, কারণ, এই পদ শাস্ত্রের ব্যাখ্যার বিষয় নয়, কিন্তু উৎপত্তির বিষয় শিক্ষা দিচ্ছে। তাই *NIV*-বাইবেলে এমন অনুবাদ করা হয়েছে, ***"শাস্ত্রের কোনও ভাববাণী ভাববাদীর নিজ ব্যাখ্যার দ্বারা আসে নাই।"*** তবুও যদি ব্যাখ্যার কথা বলা হয়ে থাকে, ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে, দলগত ব্যাখ্যার পক্ষে, এই পদে আজ্ঞা করা হয়েছে। শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ব্যক্তিগত কাজের ফল হওয়া উচিত নয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এমন কথা চিন্তা করতে পারি যে, প্রথম শতাব্দীর মানুষদের পক্ষে শাস্ত্র-বাক্যের উপলব্ধি সহজ হলেও, আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা সহজ নয়। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্রা এমন সমস্ত মণ্ডলীর উদ্দেশে লেখা হয়েছিল, যেগুলিতে বহু সংক্ষক পরজাতীয় সদস্য ছিল। তারা প্রায় সকলেই নতুন বিশ্বাসী ছিল, এবং খ্রীস্টীয় সমাজের কোনও প্রকার প্রেক্ষাপট তাদের জানা ছিল না। আবার, ইস্রায়েলের ইতিহাস বা সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তাদের কোনও পূর্বজ্ঞান ছিল না। তবুও নতুন নিয়মের লেখকেরা কোনও দ্বিধা না করে আশা করেছিলেন যেন, সেইসব পরজাতীয় বিশ্বাসীরাও তাদের নিজেদের ভাষায় অনূদিত পুরাতন নিয়ম পাঠ করে ও সঠিক ভাবে বুঝতে সক্ষম হয় (রোমীয় ৪:১-২৫; ১৫:৪; ১করি ১০:১-১১; ২তীম ৩:১৬-১৭)।

— শাস্ত্রের সঠিক উপলব্ধির জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির প্রয়োজনীয়তা —

নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে, শাস্ত্রের সঠিক উপলব্ধির জন্য জগতের জ্ঞান অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে— ***"আত্মিক নয় এমন মানুষ ঈশ্বরের আত্মার দানগুলি (বিষয় গুলি) গ্রহণ***

করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিকভাবে বিচারিত হয়" (১করি ২:১৪; আরও ১:১৮-৩:৪; ২করি ৩:১৪-১৬; ৪:৩-৪, ৬; ইব্রীয় ৫:১৪; যাকোব ১:৫-৬; ২পিতর ৩:৫; মার্ক ৪:১১-১২; যোহন ৭:১৭; ৮:৪৩)। তাই, নতুন নিয়মের লেখকরা যদিও শাস্ত্রের সচ্ছতাকে সমর্থন করেন, তবুও তারা একথা উল্লেখ করেন যে, যারা এর শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, তাদের পক্ষে এর অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা যখন বিশ্বস্তভাবে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পাঠ করবে; বা বিশ্বাসীরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার আগ্রহে শাস্ত্র পাঠ করবে— তখন তারা এর অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই পাপের প্রভাবকে খর্ব করার জন্য পবিত্র আত্মা কাজ করেন; তা না হলে, সত্যকে অনেক সময় মূর্খতা হিসাবে মনে হয় (১করি ২:১৪; ১:১৮-২৫; যাকোব ১:৫-৬, ২২-২৫)।

— শাস্ত্রের স্বচ্ছতার সংজ্ঞা —

বাইবেল এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে, পরিত্রাণ লাভ এবং আমাদের খ্রীস্টীয় জীবন-যাপন ও বৃদ্ধির জন্য সকল প্রয়োজনীয় বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও, ঈশতত্ত্ববিদরা কখনও কখনও বাইবেলের সচ্ছতাকে সংকীর্ণ অর্থে প্রকাশ করে থাকেন (এই বলে যে, কেবল পরিত্রাণের পথের বিষয় বাইবেলের শিক্ষা স্বচ্ছ)। কিন্তু এর পূর্বে উল্লেখিত পদগুলি বাইবেলের শিক্ষার বিভিন্ন দিকের জন্য প্রযোজ্য। তাই, কেবল কয়েকটি বিশেষ দিকের জন্য এই স্বচ্ছতাকে নির্দেশ করা ঠিক নয়। এই কথা স্মরণ করে বাইবেলের সচ্ছতাকে আমরা এইভাবে বর্ণনা করতে পারি ঃ **বাইবেলের সচ্ছতার অর্থ, বাইবেল এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের সাহায্য অন্বেষণ এবং অনুসরণ করতে আগ্রহী, তারা সকলেই এর সমস্ত শিক্ষা উপলব্ধি করতে সক্ষম**। এ কথা বলার পরেও, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে এমন অনেক লোক আছে, এমনকী বিশ্বাসীদের মধ্যেও আছেন, যারা ঈশ্বরের বাক্যকে (শাস্ত্রকে) ভুল বোঝে *(misunderstand)*।

— মানুষেরা কেন শাস্ত্রকে ভুল বোঝে? —

তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময়, যীশুর নিজের শিষ্যরা পর্যন্ত অনেক সময় পুরাতন নিয়ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কেবল তাই নয়, আবার অনেক সময় তারা যীশুর শিক্ষাও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল (মথি ১৫:১৬; মার্ক ৪:১০-১৩; ৬:৫২; ৮:১৪-২১; ৯:৩২; লূক ১৮:৩৪; যোহন ৮:২৭; ১০:৬)। যদিও এই সকল ঘটনার অনেক ক্ষেত্রে তার কারণ ছিল— পরিত্রাণের ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা বা যীশুর জীবনে ঘটিতব্য বিষয়ের জন্য অপেক্ষা (যোহন ১২:১৬; ১৩:৭ এবং যোহন ২:২২)। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে, তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের অভাবের জন্য বা হৃদয়ের কঠিনতার জন্যও শাস্ত্রের উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছিল (লুক ২৪:২৫)। আবার, মণ্ডলীর প্রথম যুগে এমন সময় ছিল, যখন বিশ্বাসীরা পুরাতন নিয়মের শিক্ষা বা প্রেরিতদের লেখা পত্র বুঝতে পারেনি বা রাজী হয়নি— যেমন মণ্ডলীতে পরজাতিদের অংশীভূতকরণের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করুন (অনেক বাদানুবাদের দ্বারা প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত জেরুশালেম সম্মেলনের সমাপ্তি), কিংবা এ বিষয়ে গালাতীয় ২:১১-১৫ পদে উল্লেখিত পিতরের ভ্রান্ত উপলব্ধি, কিংবা সেই সকল মতবাদগত বা নৈতিক বিষয়সমূহ, যেগুলি নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্রের লেখকদের দ্বারা সংশোধিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে, মণ্ডলীর সমস্ত ইতিহাসে মতবাদগত মতপার্থক্য অনেক ছিল এবং মতবিরোধ দূরকরণের প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই মন্থর গতিতে এগিয়েছে।

শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে চলতে আমাদের সাহায্য করবার জন্য বাইবেলের বিভিন্ন শিক্ষক **"ব্যাখ্যার নীতিসমূহ"** তৈরী করেছেন বা উপযুক্ত ব্যাখ্যার গাইড লাইন তৈরী করেছেন। *Hermeneutics* শব্দের দ্বারা (গ্রীক ভাষায় *hermeneuo* শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ) ঈশতত্ত্বের এই দিককে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়; শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঠিক প্রক্রিয়া সমূহের অধ্যয়নকে *Hermeneutics* বলা হয়।

শাস্ত্রালোচনায় আরও একটি শব্দ বেশী করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে— *Exegesis*। এর দ্বারা শাস্ত্রবাক্য বিশ্লেষণের প্রকৃত অনুশীলনের প্রতি বেশী নির্দেশ করা হয় (*Theory* বা নীতিসমূহের প্রতি জোর দেওয়া নয়); শাস্ত্রাংশ বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে *Exegesis* বলা হয়। ফলস্বরূপ, শাস্ত্র-বিশ্লেষণের বিভিন্ন নীতি সমূহের শিক্ষাকে *Hermeneutics* বলে। কিন্তু ঐ সকল নীতিসমূহের বাস্তব প্রয়োগ এবং বাইবেলের প্রকৃত বিশ্লেষণকে *Exegesis* বলা হয়।

মণ্ডলীর দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে শাস্ত্রের অর্থ বিষয়ে মতবিরোধ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শাস্ত্রের স্বচ্ছতা সম্বন্ধীয় মতবাদ কখনও এমন ইঙ্গিত করে না যে, শাস্ত্রের সমস্ত শিক্ষার বিষয় সমস্ত বিশ্বাসীরা একমত প্রকাশ করবে। তবুও, এর থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি, তা হল *"সমস্যা সর্বদা শাস্ত্রের সঙ্গে নয়, কিন্তু আমাদের সঙ্গে জড়িত।"* বিষয়টি অনেকটা শাস্ত্রের ক্ষমতার ন্যায়। যেখানে আমরা স্বীকার করি যে শাস্ত্র-বাক্য সমূহ ঈশ্বরের আপন ক্ষমতার অধিকারী, তবুও উপলব্ধি করি যে, অনেকে সেই ক্ষমতাকে স্বীকার করে না বা সেই ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করে না। একইভাবে, আমরা স্বীকার করি যে, শাস্ত্রের সকল শিক্ষাই স্বচ্ছ এবং সহজ উপলব্ধির উপযোগী, কিন্তু আমরা এও উপলব্ধি করি যে, মানুষেরা অনেক সময় (তাদের নিজেদের দোষে) শাস্ত্রের লেখাকে ভুল বোঝে।

— এই মতবাদ থেকে বাস্তব উৎসাহ —

শাস্ত্র বাক্যের স্বচ্ছতা সম্বন্ধীয় এই মতবাদের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবহারিক প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমাদের মধ্যে যে সকল মতবাদগত বা নীতিগত পার্থক্য আছে (উদাহরণস্বরূপ, বাপ্তিস্মের পদ্ধতি, পূর্বমনোনয়ণ, মাণ্ডলিক অনুশাসন) সেগুলির পিছনে মূলত দুটি কারণকে নির্দেশ করা যায়—

১) শাস্ত্র নিরব থাকলেও, আমরা ঐ সকল বিষয়কে সমর্থন করতে চাইছি। এমন ক্ষেত্রে, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সঠিক উত্তর দেননি, সেইহেতু আমাদের মধ্যে পার্থক্যকে আমাদের স্বীকার ও গ্রহণ করতে হবে। (ব্যবহারিক দিকে বিভিন্ন প্রশ্ন এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, যেমন সুসমাচার প্রচার পদ্ধতি, বাইবেল শিক্ষার বিভিন্ন স্টাইল, মণ্ডলীর উপযুক্ত আকার, ইত্যাদি)।

২) আমরা শাস্ত্র বাক্যের ভুল বিশ্লেষণ করেছি। শাস্ত্রাংশ বিশ্লেষণের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সকল তথ্য আমরা গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে ভুল থাকতে পারে বা সেগুলি অসম্পুর্ণ হতে পারে। অথবা আমাদের নিজেদের মধ্যে শাস্ত্রোপলব্ধিতে ব্যক্তিগত অভাব থাকতেও পারে, যেমন ব্যক্তিগত গর্ব, লোভ, বিশ্বাসের অভাব, স্বার্থপরতা, প্রার্থনা সহকারে শাস্ত্রবাক্য পাঠ ও অধ্যয়নের পক্ষে যথেষ্ট সময় ব্যয়ে ব্যর্থতা।

কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই আমরা কোনও বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষাকে জটিল বা সঠিক উপলব্ধিতে বাধাজনক হিসাবে বর্ণনা করতে পারি না। আমরা কখনও এমন চিন্তা করব না যে, *"যেহেতু মণ্ডলীর দীর্ঘ ইতিহাস বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, আমরাও এই বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারি না।"* বিপরীতে আমাদের জীবন-যাত্রায় যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদয় হয়, আমাদের উচিৎ বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করা, শাস্ত্র থেকে অন্বেষণ করা, আমাদের সমস্ত সক্ষমতার দ্বারা অন্বেষণ করা এবং এই বিশ্বাসে তা করা যে, ঈশ্বরের দ্বারা আমরা ঐ বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

এই সত্য প্রত্যেক বিশ্বসীকে প্রত্যহ প্রবল আগ্রহের সঙ্গে তাদের বাইবেল পাঠ করতে আগ্রহী করবে। আমরা যেন কখনও এমন চিন্তা করি না যে, গ্রীক বা হিব্রু জানেন, এমন পালক মহাশয় বা বাইবেল বিশেষজ্ঞরাই কেবল বাইবেলের সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন। আমরা স্মরণে রাখব যে, সমগ্র পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং নতুন নিয়মের পত্রগুলি এমন অনেক বিশ্বাসীদের উদ্দেশ লেখা হয়েছিল, যারা হিব্রুর কিছুই জানত না, তাদেরকে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ পাঠ করতে হত। মূলভাষায় বুৎপত্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও নতুন নিয়মের লেখকরা তাদের সম্বন্ধে কখনও এমন মনোভাব প্রকাশ করেননি যে, তারা পুরাতন নিয়মের কিছুই বোঝে না। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কখনও শাস্ত্র-বিশ্লেষণের কাজ, কেবল বাইবেল-বিশারদদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না— তাদের প্রত্যেকের উচিৎ নিজেরা প্রত্যহ বাইবেলের অর্থ অন্বেষণ করা।

আবার যদিও আমরা মণ্ডলীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে মতবাদগত মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি, আমরা কখনও একথা ভুলে যাব না যে, মণ্ডলীর সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে বাইবেলের কেন্দ্রীয় সত্য সম্বন্ধীয় মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচুর মতৈক্য বর্তমান। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিশ্বাসীদের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, খ্রীস্টবিশ্বাসের কেন্দ্রীয় সত্য বা শিক্ষার উপলব্ধিতে কোন মতোবিরোধ নেই। সমাজ, সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এটা কি করে সম্ভব হল? বাইবেলের প্রাথমিক শিক্ষাসমূহ স্বচ্ছ হওয়ার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে।